# কিতাবুল ফিতান

(প্রথম খণ্ড)

সংকলক

**ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ** ﵀

(ইমাম বুখারি ﵀-র শাইখ)

অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখা

**মুফতি মাহদি খান**

দাওরায়ে হাদিস, ইসলামি আইন ও ফিকহ্,
জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

তাহকিক

**শাইখ মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির**

রইস, মা'হাদুদ দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামি বাংলাদেশ

**পথিক প্রকাশন**

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

# সূচিপত্র

আমাদের কথা .....৭
তাহকিক-কথন.....৯
ভূমিকা .....২১
রাসুল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর পৃথিবিতে যা ঘটবে.....২৯
মিশর-শাম এলাকায় মতপার্থক্য সৃষ্টিকারী
ঝাণ্ডার বর্ণনা ও তাদের বিজয় .....৪২
রাসুল ﷺ-এর ইন্তেকাল হতে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য ফিতনা ও তার সংখ্যা .....৬৮
ফিতনাকালীন সময়ে মানুষ কাণ্ডজ্ঞানহীন হবে.....৯৩
মানুষের মধ্যে বালা-মুসিবত অধিকহারে
দেখা গেলে মৃত্যু কামনা করবে.....১০৯
ফিতনার সময় এবং তা চলে যাওয়ার পর সাহাবাগণের অনুসূচনা.....১২০
ফিতনার সময় সম্পদ ও সন্তানাদি; তখন কোন
ধরনের সম্পদ রাখা উত্তম .....১৪১
নবিজি ﷺ-এর পর এই উম্মতের খলিফাগণের নাম.....১৪৫
খলিফাদের চিনার উপায়.....১৫২
রাসুল ﷺ-এর পরবর্তী খলিফা ও বাদশাহগণের তালিকা.....১৫৯
খুলাফায়ে রাশেদা এবং তাদের পরবর্তী
মানুষের আমলের প্রেক্ষিতে তাদের শাসকবর্গ যারা হবে .....১৬৪
নবিজি ﷺ-এর পর যারা বাদশা হবে, তাদের নাম .....১৬৭
ওমর ﷺ-র পর বনু উমাইয়া বাদশাহদের নাম.....১৮০
উমাইয়া বংশের সর্বশেষ বাদশাহ.....১৮৬
ফিতনাকালীন সময়ে আত্মরক্ষাই শ্রেয় .....২০০
আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ﷺ-র ফিতনা হচ্ছে বড় ফিতনার একটি .....২৬৮
ফিতনাকালীন সময়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখাই উত্তম.....২৭৯
বনু উমাইয়ার বাদশাহি পতনের লক্ষণ.....২৯৩
বনু আব্বাসের আবির্ভাব প্রসঙ্গে .....৩০৬
আব্বাসীয় খেলাফত পতনের প্রথম আলামত .....৩২৮
আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংসের কারণ ও

# আমাদের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ ﷻ-র জন্য, যিনি আমাদেরকে তাঁর সকল সৃষ্টির সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়ে (মানুষ হিসেবে) সৃষ্টি করেছেন। যিনি আমাদেরকে ভাল-মন্দের পরিচয় নিয়ে চলার মত জ্ঞান দান করে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার উপকরণ এবং হেদায়েতের পথে চলার জন্য পথের চেরাগ হিসেবে কুরআন-সুন্নাহ্ (হাদিস) দান করেছেন। এগুলো তাঁর একান্তই অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়। এসব না দিয়েও তিনি আমাদেরকে তাঁর একত্ববাদ চেনার এবং ভ্রান্তির পথ পরিহার করে সঠিক পথে পৌঁছার দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারতেন। কিন্তু বড় দয়া-অনুগ্রহ করে তিনি তেমনটি করেননি।

অসংখ্য দুরুদ এবং সালাম মানবতার মুক্তিদূত আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যিনি মানবজাতিকে তাদেরই কল্যাণে সুপথ চেনানোর জন্য অকথ্য জুলুম নির্যাতন সহ্য করে আগে-পরের সবধরনের কল্যাণের কথা মানবজাতির সামনে রেখে গেছেন।

## সমকালকে যে জানে না, সেই প্রকৃত অজ্ঞ

একজন মুমিন মুসলমানের জন্য সমকালীন নানা বিষয় জানার গুরুত্ব অনেক। তবে প্রথমেই বলতে হয়, এ সমকাল জানার অর্থ এই নয় যে, ফিতনার সেসব বিষয়গুলোতে নিজেকে লিপ্ত করে তারপর বুঝতে হবে সমকালীন বিষয় কী? বরং নানা উপায়েই আজ সেসব বিষয়ে খোঁজ নেওয়া যায়। আর কেউ যদি নিজের দীন রক্ষা এবং নিজের পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীসহ সবার ঈমান সংরক্ষণের বাসনা নিয়ে এসব বিষয় জানতে চায়, তবে এসব জানার জন্য সে যত শরিয়তকে অবলম্বন করবে, অজুহাত বানিয়ে তা লঙ্ঘন না করবে, আল্লাহ ﷻ তাঁর অন্তরকে এমন স্বচ্ছ ও ঈমানের আলোতে আলোকিত করে দেবেন যে, সে ঘরে বসেও বাহির দেখতে পাবে। রাসুল ﷺ-এর হাদিস বিশ্লেষণ করলে এমনটাই বোঝা যায়। মুসলিম শরিফের একটি হাদিস—আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন-

'যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হবে, তখন মুসলমানের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর তোমাদের মধ্যে যে সবচে' বেশি সত্যবাদী হবে, তার স্বপ্ন ততবেশি সত্য হবে। আর মুসলমানের স্বপ্ন নবুওয়াতের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ। স্বপ্ন তিন ধরনের, তার মধ্যে একটি হল ভাল—যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুখবর। দ্বিতীয় হচ্ছে খারাপ স্বপ্ন—যা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তৃতীয় প্রকারের স্বপ্ন হল মনের চিন্তা।...'[১]

সমকালকে জানার অর্থ এই নয় যে, তা আমাকে অর্জন করতে হবে, তাকে গ্রহণ

[১] সহিহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, স্বপ্ন অধ্যায়, ৫৪৭০।

করতে হবে। বরং কুরআন হাদিসে সমকালীন বিষয়গুলোকে কী বলা হয়েছে, সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করাই হচ্ছে একরকমের সমকালকে জানা।

আজ আমরা যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের সঙ্গে করা অঙ্গিকারের সামনে সত্যবাদী হতে পারি, তবে আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে পথ দেখাবেনই। তবে যেসব বিষয় সমাজে চোখে পড়ছে, তা নিয়ে যদি নিজে বাঁচতে এবং সমাজকে বাঁচাতে চেষ্টা করি, তবে আধুনিক এসব ফিতনার আগাগোড়া সবই আমরা বুঝতে সক্ষম হব, আল্লাহ ﷻ সে ব্যবস্থা আমাদের জন্য করে দেবেন। আর তার জন্য প্রয়োজন কুরআন হাদিসের গভীর অধ্যয়ণ।

পৃথিবিতে যা কিছু ঘটছে বা ভবিষ্যতে ঘটবে তার সবকিছুই কুরআন হাদিসে বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ ﷻ কুরআনে বলেন, "আমি তোমাদের জন্য এমন একটি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যেখানে তোমাদের আলোচনা রয়েছে, তোমরা কি বোঝার চেষ্টা করবে না? [সুরা আম্বিয়া: ১০]

সমকালীন মানুষ, সমাজ, তার অবস্থাও কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে, এখন শুধু সে বিষয়কে গভীরভাবে অনুধাবন করে মিলিয়ে নেওয়ার মত মন-মানসিকতার প্রয়োজন।

কিতাবুল ফিতান সে বিষয়গুলোরই বিস্তারিত বিবরণ বলা যায়। তাই এ বিষয়গুলো বুঝতে এ বিষয়ের হাদিস অধ্যয়ণের বিকল্প নেই। এমন প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভব করেই ইমাম নুআইম ইবনু হাম্মাদ ﵀-র বিখ্যাত গ্রন্থ কিতাবুল ফিতানের কিছু অংশের অনুবাদ করে এবং তার পাশাপাশি কিছু কিছু হাদিসে সংক্ষিপ্ত টিকা সংযোজন করে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হল। সামনের অংশগুলোতে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, অচিরেই সেগুলোও পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

পাঠক! যদি কুরআন-হাদিস নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে চেষ্টা করে এবং সমাজে তা কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করে, তবে দেখতে পাবে—কত সত্যরূপে বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে! তবে এ বিষয়গুলো আরও পরিস্কার করে বুঝতে বর্তমানে আধুনিক পৃথিবির আবিস্কার এবং কিতাবুল ফিতানে তার উল্লেখ নিয়ে ছোট্ট পরিসরে অনেক গ্রন্থ বেরিয়েছে, সে গ্রন্থগুলোকেও কুরআন হাদিস বোঝার বা সমকালীন বিষয় বোঝার জন্য সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন, এতে পাঠক সহজেই পথ চলতে পারবেন ইনশা আল্লাহ।

মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই। গ্রন্থের অনুবাদ বিন্যাস বা আনুষঙ্গিক আলোচনায় পাঠকের যদি কোনো ভুলত্রুটি চোখে পড়ে, তবে অবশ্যই জানানোর জন্য বিশেষ অনুরোধ থাকল। আমরা আপনার প্রয়োজনীয় পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করবো ইনশা আল্লাহ।

# তাহকিক-কথন

## হাদিস কী কেন?

আল্লাহ ﷻ যুগে যুগে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য দু'টি নীতি গ্রহণ করেছেন। 'কিতাবুল্লাহ্' ও 'রিজালুল্লাহ্'। কিতাবুল্লাহ্ তথা আসমানি কিতাবসমূহ। আর 'রিজালুল্লাহ্' তথা মানবজাতির পিতা আদম ﷺ থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত নবি ও রাসুলগণ। আল্লাহ ﷻ শুধু গ্রন্থই নাযিল করেননি, তেমনি শুধু রাসুল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি। বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এর বড় একটা শিক্ষা হলো, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য শুধু গ্রন্থ-কিতাবই যথেষ্ঠ নয় শিক্ষক ছাড়া। আবার শুধুমাত্র শিক্ষকও যথেষ্ট নয়, গ্রন্থ-কিতাব ছাড়া।

এ জন্যই যখন আরব ছিল শিল্প-সাহিত্যের সূতিকাগার, তখনও আল্লাহ ﷻ কিতাব সহকারে রিজাল পাঠিয়েছেন। যাতে কিতাবের শিক্ষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়ন করতে পারেন। আর কেবল মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। গ্রন্থ কখনও গুরু বা শিক্ষক হতে পারেনা, তবে শিক্ষার মৌলিক অংশ অবশ্যই। এ জন্যই সালাফরা বলতেন-

مَنْ كَانَ شَيْخُهُ كِتَابَهُ فَخَطَؤُهُ أَكْثَرُ مِنْ صَوَابِهِ.

'কিতাবই যার একমাত্র শিক্ষক, সঠিকের তুলনায় ভুলই হয় তার বেশি।'

আভিধানিক অর্থে হাদিস মানে কথা, বাণী, আলোচনা, সংবাদ, খবর, কাহিনি ইত্যাদি। পরিভাষায় 'হাদিস' বলতে বুঝায় রাসুল ﷺ-এর যাবতীয় কথা, কাজ, অনুমোদন, সমর্থন এবং তাঁর অবস্থার বিবরণকে। হাদিসকে সুন্নাহ্ নামেও আখ্যায়িত করা হয়। যদিও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে সুন্নাহ্ এবং হাদিসের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে সালাফরা হাদিসকে সুন্নাহ্ এবং সুন্নাহ্কে হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷺ উসুলুস সুন্নাহ্য় হাদিসের সংজ্ঞায়ন করেছেন যে, 'সুন্নাহ্ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা, সুন্নাহ হলো কুরআনের দলিল।' ইমাম আওযায়ি ﷺ ইবনু আতিয়্যাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'জিবরিল ﷺ নবিজির ওপর নাযিল করেছেন কুরআন, আর সুন্নাহ্ হলো তার ব্যাখ্যা।'

ব্যাপকার্থে সাহাবি, তাবিয়ি ও তাবি-তাবিয়িদের কথা, কাজ ও অনুমোদনকেও হাদিস বলা হয়। সাহাবিদের হাদিসকে বলা হয় মাওকুফ, তাবিয়িদের হাদিসকে

‘আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।’[২]

لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ.

‘তোমাদের উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়।’[৩]

تَسْمَعُونَ مِنِّي، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ.

‘তোমরা আমার কথা মনযোগ সহকারে শোনো, (কারণ) তোমাদের থেকেও অন্যরা শুনবে এবং যারা তোমাদের থেকে শুনবে তাদের থেকেও অন্যরা শুনবে।’[৪]

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ.

‘আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সমুজ্জ্বল করুন, যে আমার কথাগুলো শুনেছে, এরপর যথাযথভাবে অপরজনের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছে।’[৫]

এ কারণেই হাদিস বর্ণনার ধারা আরম্ভ হয়। সাহাবিগণ রাসুল ﷺ থেকে প্রকাশিত কথা, কর্ম, সমর্থন ও তার গুণগান যথাযথভাবে তাদের পরের স্তরের বর্ণনাকারীদের নিকট বর্ণনা করেন। পরবর্তী স্তরের বর্ণনাকারীগণ তাদের পরবর্তী বর্ণনাকারীদের নিকট, তাদের পরবর্তী স্তরের বর্ণনাকারীগণ তাদের পরবর্তী বর্ণনাকারীদের নিকট... বর্ণনা করেন।

## ইলমুদ দিরায়াহ্

আল্লাহ ﷻ বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟.

‘হে ইমানদারগণ, যদি কোন পাপাচারী তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা যাচাই করে নাও।’[৬]

রাসুল ﷺ বলেন-

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

---

[২] সহিহ বুখারি : ৩৪৬১।
[৩] সহিহ বুখারি : ১০৫।
[৪] সুনানু আবু দাউদ : ৩৬৫৯।
[৫] সুনানু তিরমিযি : ২৬০০।
[৬] সুরা হুজুরাত : ৬।

## ইলমুল হাদিসের বিকাশের যুগ

যখন সাহাবা আজমাঈন দাওয়াত ও জিহাদের উদ্দেশ্যে পূর্ব-পশ্চিম বিচরণ করেন, বিভিন্ন দেশের তাবিয়িগণ তাদের থেকে ইলম হাসিল করার সুযোগ পান। কিন্তু তারা কিছু সমস্যারও মুখোমুখি হন, যেমন—মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া, লেখালেখির উপর নির্ভরতা বাড়া, ধীরে ধীরে সনদ দীর্ঘ হওয়া, মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রাবি ও হাদিসের সনদ বাড়া, কিছু বাতিল ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটা ইত্যাদি।

তাবিয়িগণ এসব সমস্যার সমাধানের জন্য হাদিস শাস্ত্রের সুরক্ষার স্বার্থে সাহাবিদের থেকে শেখা নীতির সাথে নতুন কতিপয় নীতি তৈরি করেন। যেমন, রাবি ও সনদ যাচাই করা, তারা রাবিদের অবস্থা, নাম, উপাধি, উপনাম, জন্ম ও সফর ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেন। রাবিদের দেশ সফর, অবস্থান, মৃত্যু এবং প্রত্যেকের ভালো-মন্দ জানা, তাদের স্মৃতিশক্তি ও হাদিসের উপর দক্ষতার কথা সংরক্ষণ করেন। এভাবে তারা গ্রহণযোগ্য ও পরিত্যক্ত রাবিদের পৃথক করেন।[১৪]

তারা সনদকে দীনের অংশ মনে করেন, কারণ সনদ (বর্ণনাকারীদের বর্ণনা পরম্পরা) হলো সহিহ, দুর্বল ও জাল হাদিস পার্থক্যের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিমের ভূমিকায়[১৫] আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক থেকে বর্ণনা করেন-

الْإِسْنَادُ مِنْ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ، وقَالَ أيضاً:بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ يَعْنِي الْإِسْنَادَ.

'সনদ দীনের অংশ, যদি সনদ না থাকত তাহলে যে যা ইচ্ছা তাই বলত।' অন্যত্র তিনি বলেন, 'আমাদের ও পূর্ববর্তীদের মাঝে রয়েছে সিঁড়ি (অর্থাৎ সনদ)।'

এ যুগে হাদিসের কতক পরিভাষা সৃষ্টি হয়, যেমন মুদাল্লাস, মুরসাল, মুত্তাসিল, মারফু, মাওকুফ, মাকতু ইত্যাদি। তাবিয়িগণ রাবিদের গুণাগুণ নির্ণয়ে বিভিন্ন পরিভাষা গ্রহণ করেন, যেমন—যয়িফ, কাযযাব, সিকাহ, আদিল, যাবিত ইত্যাদি। এছাড়াও তাবিয়িগণ বিভিন্ন দেশ থেকে হাদিসের সনদগুলো জমা করে পরখ করেন ও এক হাদিসের সাথে অপর হাদিস তুলনা করেন। এভাবে

[১৪] সহিহ বুখারি : ৬৪০৩।
[১৫] সহিহ মুসলিম : ১৫-১৬।

⇒ ইমাম হাকিম তার আল মুসতাদরাক গ্রন্থে (হাদিস নং- ৭১০৪) নুআইম ইবনু হাম্মাদের হাদিসের সনদকে সহিহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবি তার সমর্থন করেছেন। এছাড়াও আরো অনেক স্থানে তার হাদিস উল্লেখ করেছেন। দেখুন : ২১০, ১৪৬৭, ৪২৮৪, ৭১৫৩, ৭২৩১ ইত্যাদি।

⇒ ইমাম তিরমিযি তার আস সুনান গ্রন্থে নুআইম ইবনু হাম্মাদের হাদিসকে হাসান, সহিহ, গরিব বলেছেন। হাদিস নং- ১৬৬৩।

⇒ ইমাম আবু আওয়ানা তার আল মুসতাখরাজ গ্রন্থে অনেক স্থানে নুআইম ইবনু হাম্মাদের হাদিস উল্লেখ করেছেন। দেখুন : হাদিস নং- ৪৩৯, ২৭৫৪, ৪১০৬, ৫৫৩০, ৫৫৭৪ ইত্যাদি। অর্থাৎ, তার নিকট নুআইম ইবনু হাম্মাদ সিকাহ। কেননা ইমাম আবু আওয়ানাহ তার কিতাবে (তার নিকট) সিকাহ রাবিদের থেকেই হাদিস বর্ণনা করেছেন।

⇒ ইমাম হাইসামি বলেন, তিনি সিকাহ।[২৪]

⇒ ইমাম যিয়া আল মাকদিসি তার আল মুখতারাহ গ্রন্থে নুআইম ইবনু হাম্মাদের হাদিস উল্লেখ করেছেন। দেখুন : হাদিস নং- ৩২৪। অর্থাৎ, তার নিকট নুআইম ইবনু হাম্মাদ সিকাহ। কেননা ইমাম মাকদিসি তার কিতাবে (তার নিকট) সিকাহ রাবিদের থেকেই হাদিস বর্ণনা করেছেন।

⇒ ইমাম যাহাবি বলেন : তিনি ইমাম, আল্লামা, হাফিযুল হাদিস ছিলেন।[২৫]

⇒ আল্লামা আহমাদ শাকির বলেন, 'নুআইম ইবনু হাম্মাদ গ্রহণযোগ্য। তিনি ইমাম বুখারির শাইখ (উস্তাদ)। যদিও কেউ কেউ তার নিন্দা করেছেন, কিন্তু এগুলো নিন্দা ছাড়া আর কিছুই নয়।'[২৬]

⇒ শাইখ শানকিতি তার তাফসিরে নুআইম ইবনু হাম্মাদ সূত্রে একটি হাদিস উল্লেখের পর বলেন, 'এরা (বর্ণনাকারীগণ) প্রত্যেকেই ছিলেন সিকাহ, হাফিয, ইমাম।'[২৭]

---

[২৩] সুওয়ালাতু ইবনুল জুনায়েদ, রাবি নং ৫২৯।
[২৪] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ : ১৫৮৬৫।
[২৫] সিয়ারু আলা মিন নুবালা, জীবনী নং ২০৯।
[২৬] তাখরিজুত তাবারি : ৮/৪১৬।

**১৭. মুয়াল্লাক :** সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবির পর এক বা একাধিক রাবির নাম বাদ পড়লে তাকে মুয়াল্লাক হাদিস বলা হয়।

**১৮. মুয়াল্লাল :** যে হাদিসের দুর্বলতা বাহ্যিকভাবে স্পষ্ট নয়, কিন্তু মুহাদ্দিসগণ অনেক কষ্টে তার ইল্লত খুঁজে বের করতে সক্ষম হন, তাকে মুয়াল্লাল বলা হয়।

**১৯. মুনকাতি :** যে সনদের মধ্যভাগ থেকে একজন রাবি বা বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক রাবি বাদ পড়ে তাই মুনকাতি।

**২০. মাওযু :** যে হাদিসের বর্ণনাকারী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে নবিজির ওপর মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদিসকে মাওযু হাদিস বলে।

আল্লাহ ﷻ আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন। এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করুন। প্রিয় নবিজির প্রতিটি হাদিসকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করার তাওফিক দান করুন।

মুনীরুল ইসলাম ইবনু যাকির
৬ যুলহিজ্জাহ, ১৪৪০ হিজরি।

আমার যুগ, আমার সন্তানের যুগ, নাতিনাতকুরের যুগ শেষ হওয়ার পর হয়ত আখেরি যামানা আসতে পারে।

তাই আজ যদি কাউকে বলা হয়, এটাই সর্বশেষ যামানা, আখেরি যামানা; আখেরি যামানার যে ভয়ানক ফিতনার কথা হাদিসে উল্লেখ আছে, এখনই সেই যামানা। বর্তমানে আমরা যেসব সমস্যার ভেতর দিয়ে জীবন পরিচালনা করছি, তবে আপনি তাকে আপনার এ কথা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হবেন না; সে চোখ বড় বড় করে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে; অবস্থাটা এমন—পাগল নাকি? বলে কি এসব? এ তো আধুনিক যুগ! অন্ধকার থেকে আলোর শুরু; এটাই কেন অন্ধকারের মত ধেয়ে আসা ফিতনার যুগ হতে যাবে? এর মাথাই খারাপ হয়ে গেছে! এমনই কিছু আপনাকে শুনতে হবে। এটাই সত্য। কারণ, আয়েশি যে জীবনব্যবস্থায় আমরা অবস্থান করছি, তা যে আমাদের ঈমানকে সংহত রাখা, টিকিয়ে রাখা, হাতে রাখা অঙারের ন্যায় অতি কঠিন করে তুলছে, তা আমাদের খুব কম মানুষের ঈমানি চেতনায় ধাক্কা দেয়! সবাই তো একে উন্নত জীবনের সোপান মনে করে। জীবনের অগ্রগতি মনে করে। তার কাছে এসব ঈমান, ইসলাম আর দীন পালনে বাধার একটা মাধ্যম। অন্ধকারের মত ধেয়ে আসা অপ্রতিরোধ্য ফিতনা তো তখনই মনে হবে, যখন সে ঈমানের শাখাপ্রশাখা, ঈমানের প্রকৃত আহবান, প্রকৃত একত্ববাদ, ইসলামের মর্মবাণী অনুভব করতে পারবে। ইসলামের মূল স্রোতধারার সঙ্গে যদি একজন ঈমানদারের পরিচয় না হয়, তবে ইসলাম আর মুসলিম একটি নাম ধারণ করে যে কোনো স্রোতে সে মিশে যাবে, আর ভাববে—আমিও এই পৃথিবির একজন প্রকৃত মুসলিম। আমার ঈমান নিখাঁদ।

আজ সাধারণ মানুষ বা আলেম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আমরা ক'জনই-বা আছি, যারা নিজের ঈমানকে কুরআন-হাদিসের সামনে রেখে মেপে দেখার চেষ্টা করেন, সাহাবাগণের ঈমানের সঙ্গে নিজের ঈমানকে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। আজ আমরা এতটুকু ভেবেই ক্ষান্ত যে, আমি একজন মুসলমান। আজ আমরা ইসলামের যে ব্যাখ্যা দিচ্ছি, তা কি কুরআন-হাদিস এবং আল্লাহর রাসুল ও সাহাবাগণের রেখে যাওয়া ইসলাম কি-না! গ্লোবালাইজেশনের এই সময়ে সবার মুখের ভাষা যখন আজ একই, সবাই যখন একটি পথকেই মানদণ্ড বানিয়ে নিয়ে অন্য সবকিছুকে তার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত, তখন ইসলামের প্রকৃত রূপ, আদর্শের মানদণ্ড যে অনেকখানিই ঘুলিয়ে যাওয়ার, তা অস্বীকার করার মত অবস্থানে না থাকাই আমাদের জন্য সবচে' বড় ফিতনার বিষয়, সে জ্ঞান আমরা ক'জনে রাখি? ঈমানের মর্মবাণী, ইসলামের অবিকৃত রূপ খুঁজে পাওয়া যে যাবে না, তা তো হাদিস থেকেই অনুমেয়। রাসুল ﷺ বলেন,

সামনে তারা যাচ্ছেতাই করে যাবে, আদর আর ভালবাসার কারণে আমি তাদেরকে কিছুই বলতে নারায; যার কারণে তারা যে আমার জন্য ফিতনা, তা আমাদেরকে কে বলে দেবে? আবার যখন এসব বুঝতে পারছি, আমাদের বোধগম্য হচ্ছে, তখন আবার অনেকে স্বীকার করছি। আবার অন্যদিকে বলছি, কিন্তু এসব থেকে তো বিরত থাকা সম্ভব নয়; এতসব বিষয় কিভাবে বর্জন করে চলব; কিন্তু করার কিছুই নেই! আমাকে এ যাবতীয় বিষয় ত্যাগ করতে হবে। কারণ, এ ফিতনা তো কুফরের, এ ফিতনা তো শিরকের, এ ফিতনা তো দীনহীনতার; যা আমার থেকে সমস্ত কুফরি শক্তি ছিনিয়ে নিতে চায়!

এসব ফিতনাগুলো আজ আমরা বুঝতে না পেরে সবাই ইসলাম, মুসলমান, কুরআন, হাদিস, আল্লাহ, রাসুল ইত্যাদি উচ্চারণ করি ঠিক; কিন্তু যে অর্থে উচ্চারণ করলে তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, সে অর্থে আমরা তা উচ্চারণ করতে পারছি কি-না একটু ভেবে দেখার সময় হয়েছে! আজও তো আমরা ইসলামের কথা উচ্চারণ করি; কিন্তু তাতে কি কারো কিছু যায় আসে? আমাদের এই ইসলাম দেখে কাফের সম্প্রদায় এবং কুফরি শক্তি দাঁত কেলিয়ে হাসে, আমরা তা-ই-বা ক'জন বুঝতে পারছি?

আলি ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন ইমামগণ কুরাইশ বংশ থেকে হবেন, তাদের উত্তম প্রজাদের খলিফাও উত্তম হবেন, এবং খারাপ প্রজাদের ইমামও খারাপ হবেন। নিঃসন্দেহে কুরাইশদের পর জাহিলিয়্যাত (এবং তার জীবনাদর্শ) বিহীন আর কিছুই থাকবে না।

## মুক্তির উপায়

ইসলাম বর্জন বা তার বিলুপ্তির পর যা থাকছে তাকে যেমন হাদিসের ভাষায় জাহিলিয়্যাত বলা হয়েছে, তা আমার জন্য ফিতনাও। বা ফিতনার জীবন যাপন। এ কথা যদি আমরা বুঝতে না পারি, তবে আমাদের ইসলাম অনেকটা মেকি হয়ে যাবে! আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনসব বিষয়ই কুফরি শক্তি আজ আমাদের সামনে রেখে দিয়েছে। তা থেকে মুক্তির উপায় একমাত্র তা-ই, যা হাদিসে বলে দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আমি এমন এক ফিতনা সম্বন্ধে জানি, যার পূর্বের নিদর্শনগুলো অতিসত্ত্বর প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। যার সঙ্গে থাকবে উত্যক্তকারী দল, যেমন খরগোশকে উত্যক্ত করে গর্ত থেকে বের করে আনা হয়। তেমনিভাবে লোকজনকে ফিতনার প্রতি ধাবিত করা হবে। আবার

# রাসুল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর পৃথিবিতে যা ঘটবে

أخبَرَنَا أبو بكر مُحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ بنِ ريذةَ أخبرنَا أبُو القَاسِم سُلَيمَانُ بنُ أحمدَ بنِ أيوبَ حدَّثنَا عبدُ الرحمنِ بنُ حَاتم المرَادِي بمِصرَ أبُو زيد سنةَ ثَمَانِينَ وَمائتينِ حَدثنَا نعِيمُ بنُ حَمَّادِ الْمَرُوْزِي: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْعَصْرِ نَهَارًا، ثُمَّ خَطَبَ إِلَى أَنْ غَابَتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا حَدَّثَنَا بِهِ .حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ، وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ.

[১] আবু সাঈদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, একদিন রাসুল ﷺ আমাদের নিয়ে একটু বেলা থাকতেই আসরের সালাত আদায় করেন। অতঃপর সূর্যাস্তের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। ভাষণে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তার সমস্ত কিছুই বর্ণনা করলেন। তাঁর সেই ভাষণটি যে মনে রাখার মনে রেখেছে, যে ভুলে যাওয়ার সে ভুলে গেছে।[২৮]

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ ثَنَا أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ رَفَعَ لِيَ الدُّنْيَا فَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى كَفِّي هَذِهِ، جَلِيَّانِ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ جَلاهُ لِنَبِيِّهِ كَمَا جَلاهُ لِلنَّبِيِّينَ قَبْلَهُ.

[২] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ﷻ আমার সম্মুখে দুনিয়ার নানা বিষয় তুলে ধরলেন, তাতে কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য বিষয়গুলো এমনভাবে দেখছিলাম, যেনো আমার দুই হাতের তালু দেখছি। এটা হলো আল্লাহ ﷻ-র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট বিষয়, যা তিনি প্রকাশ

[২৮] মুসনাদে আহমাদ : ১৭৭; সনদে আলি ইবনু যায়িদ নামক দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। ইমাম আহমাদ, জুযজানী, আবু হাতিম, ইবনুল কাত্তান ও আবু জাফর উকাইলি তাকে দুর্বল বলেছেন। তবে এ মর্মে সহিহ সনদে হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান থেকে সহিহ মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনু হিব্বান, মুস্তাদরাক হাকিম-সহ অন্যান্য কিতাবে হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

মানুষ দুনিয়ার সামান্য তুচ্ছ স্বার্থের বিনিময়ে তাদের দীন বিক্রি করে বসবে।[৩৯]

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: هَذِهِ فِتَنٌ قَدْ أَظَلَّتْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، كُلَّمَا ذَهَبَ مِنْهَا رَسَلٌ بَدَا رَسَلٌ آخَرُ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ فِيهَا أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ.

[১৪] আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, এই ফিতনা ঘোর অন্ধকার রাতের ন্যায় ছেয়ে যাবে। একটি ফিতনা যখন চলে যাবে, তখনই আরেক প্রকার ফিতনা প্রকাশ পাবে। তাতে কোনো ব্যক্তি সকালে মুমিন হলে বিকালে কাফের হয়ে যাবে এবং বিকালে মুমিন হলে সকালে কাফের হয়ে যাবে। আর তখন লোকেরা পার্থিব সামান্য সামগ্রীর বিনিময়ে তাদের দীনকে বিক্রি করে দেবে।[৪০]

قَالَ أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، وَحَدَّثَنَا جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْفِتْنَةَ رَاتِعَةٌ فِي بِلادِ اللَّهِ، تَطَأُ فِي خِطَامِهَا، لا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يُوقِظَهَا، وَيْلٌ لِمَنْ أَخَذَ بِخِطَامِهَا. قَالَ أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: وَإِنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا مِنَ الدُّنْيَا إِلا بَلاءً وَفِتْنَةً، وَلَنْ تَزْدَادَ الأُمُورُ إِلا شِدَّةً.

[১৫] আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ﷺ থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় ফিতনা আল্লাহ ﷻ-র জমিনে এমনভাবে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে, তার লাগামকে সাড়ানো হবে, অথচ কারো জন্য তা টানাহেঁচড়া করা ঠিক হবে না। ধ্বংস ঐসব ব্যক্তির জন্য—যারা তার লাগাম ধরে টানাটানি করবে। আবুয্ যাহিরিয়্যাহ ﷺ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ﷺ বলেন, নিঃসন্দেহে তোমরা এ জগতে নানান ধরনের বালা-মুসিবত এবং ফিতনা-ফাসাদই দেখতে পাবে। ধীরে ধীরে মানুষের যাবতীয় অবস্থা কঠিন হতে থাকবে।[৪১]

---

[৩৯] সনদ দুর্বল, মুরসাল। মুজাহিদ থেকে বর্ণনাকারী লাইস ইবনু আবি সুলাইম দুর্বল। ইমাম আহমাদ, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন, আবু হাতিম ও আবু যুরয়াহ তাকে দুর্বল বলেছেন। তবে বিশুদ্ধ ও মারফু সনদে অনুরূপ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমাদ : ১৯৭৩০; মুসতাদরাকে হাকেম : ৬২৬৩।

[৪০] কানযুল উম্মাল : ৩১৪২৭; সনদে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) আছে। ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসির আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ থেকে শুনেননি।

[৪১] মাজলিসুল উলামা : ১৮১৭; সনদ দুর্বল।